যুগান্তর

তারিখ 29 DEC 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিনামূল্যে বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক

সমস্যাটি অতি পুরাতন হইলেও প্রতি বৎসরই লিখিতে হয় নূতন করিয়া। এইবার
প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষের শুরুতে
পাঠ্যপুস্তক হাতে পাইতেছে না। সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, চলতি বৎসর শেষ হইয়া
গেলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাত্র ২০ শতাংশ এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ
শতাংশ বই জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে পৌছানো সম্ভবপর হইয়াছে।
যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ এবং শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো তুলিয়া দিতে না
পারিবার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে অব্যাহত বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও সংকট, হরতাল-
অবরোধসহ রাজনৈতিক কর্মসূচি, সর্বোপরি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মব্যস্ততা।
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্রে ইহাও জানা গিয়াছে, দে
সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত
শিক্ষার্থীদের জন্য ২০০৭ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে বিতরণের মোট ৫ কোটি ২৩ লক্ষ
এবং মাদ্রাসার এবতেদায়ি (প্রাথমিক) শ্রেণীর জন্য ১ কোটি ৭৯ লক্ষ বই প্রকাশ
সরবরাহে মে মাসে মুদ্রণ কাজের দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছিল। এই কার্যে ৬৫
টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় হইলেও নির্ধারিত দিনে ২০০টি লটের মধ্যে মাত্র ৫টি লটে
দরপত্র জমা পড়ে। বাকি ১৯৫টি লটে একটিও দরপত্র জমা পড়ে নাই অথবা পড়ি
দেওয়া হয় নাই। এই ঘটনা হইতেই দেশে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহে অনিয়ম
দুর্নীতির বিষয়টি আঁচ করা যায়। অতঃপর কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া পুনরায় টেন্ডার
আহ্বান করে এবং ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহের নির্দেশনা
প্রদান করে। আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করিয়া কাগজও সরবরাহ করা হয়
সময়মতো। ইতিমধ্যে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে তত্ত্বাবধায়ক
সরকারের উপর। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা মুদ্রণ ও
সরবরাহের দায়িত্বও গিয়া বর্তায় প্রকাশনা এবং মুদ্রণ শিল্প সমিতির উপর। উহার
অনিবার্য ফল যাহা হইবার তাঁহাই হইয়াছে। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও
সরবরাহের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। দেশে প্রতি বৎসরই পাঠ্যপুস্তক মু
বাঁধাই, সরবরাহ এবং যথাসময়ে সেইগুলি শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছাইয়া দিবার
ব্যাপারে একরকম স্বেচ্ছাচার চলিতেছে। ইহার শিকার হইতেছে কোমলমতি
শিক্ষার্থীরা। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকিবেন নির্বাচনী কাজে
স্কুলগুলিতে স্থাপন করা হইবে ভোটকেন্দ্র। ক্লাস কোনভাবেই ফেব্রুয়ারির পূর্বে শু
হইতে পারিবে না। বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পাইতে পাইতে আরও মাসাধিককাল
বিলম্ব ঘটিবে। দেশে শিক্ষার হার ও মান লইয়া প্রশ্ন আছেই। কাগজ-খাতা-পেন্সি
কলমের দামও ক্রমে বাড়িতেছে। বিনামূল্যের বই বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের
অভিযোগও পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লইতে হইবে।
কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা লইয়া এইরূপ ছিনিমিনি খেলিতে দেওয়া যায় না।